০৪-০৯-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- জ্ঞানকে অগ্নি বলা হয় না, যোগ হল অগ্নি, যোগে থাকলে তোমাদের পাপ ভস্ম হবে, তোমরা স্বচ্ছও ফর্সা হয়ে যাবে"

প্রশ্নঃ- কোন্ বাচ্চাদের বুদ্ধি রূপী তূনীরে জ্ঞান বাণ সদা-ই ভরা থাকে ?

উত্তর : - যারা রোজ ভালোভাবে পড়াশোনা করে ও করায় তাদের বুদ্ধিরূপী তূনীরে জ্ঞান বাণ ভরা থাকে। তারা-ই মাতা-পিতার মতন কাঁটাদের কুঁড়ি এবং কুঁড়িদের ফুলে পরিণত করার সেবা করতে পারে। যারা ভালোভাবে পড়া করে ও করায় তারা-ই উঁচু পদের অধিকারী হয় ।

গীত :- কে এসেছে আমার মনের দুয়ারে .....

ওম্ শান্তি। বাচ্চাদের ওম্ শান্তির অর্থ তো বোঝানো হয়েছে। ওম্ মানে অহম্ আত্মা। অহম্ আত্মা বলে আমার স্বধর্ম হল শান্ত এবং আমি হলাম শান্তি দেশের নিবাসী। এখানে এই অর্গান বা অঙ্গ প্রাপ্ত হয় তাই টকি হই। শরীরের আধার নিয়ে আমরা আত্মারা কর্ম করি। কর্ম তো কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা করা হবে তাইনা। আত্মা বলে ইনি কে, কোথা থেকে এসেছেন ? ওঁনাকে আমরা স্মরণ করি আর ক্ষণে ক্ষণে ভুলে যাই কারণ এই বাবার স্মরণে কখনও বসা হয়নি। অন্য সৎসঙ্গ গুলিতে সামনে সন্ন্যাসী, বিদ্বান ইত্যাদি বসে থাকেন । তিনি বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ ইত্যাদিই শোনাবেন । আত্মার বুদ্ধিতে শাস্ত্র স্মরণে থাকে। গুরুকেই দেখতে থাকে । এখানে তো তোমরা জানো - পরম পিতা পরমাত্মা আসেন। তিনিও হলেন আত্মা, কিন্তু তিনি হলেন সুপ্রিম আত্মা যিনি এনার মধ্যে প্রবেশ করেন। তোমরা জানো পরম পিতা পরমাত্মা এনার মধ্যে বসে আমাদের সহজ রাজ যোগের শিক্ষা প্রদান করছেন। তোমাদের বুদ্ধি শাস্ত্রের দিকে বা দেহের দিকে যায়না। তোমাদেরকে নিজেকে অশরীরী আত্মা নিশ্চয় করতে হবে। আত্মা হল ফার্স্ট। আত্মার আধারেই শরীর চলে। আত্মা হল অবিনাশী। আমরা আত্মারা বেহদের বাবার কাছে বর্সা প্রাপ্ত করি। বাবা বসে নিজের এবং সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের পরিচয় দেন। ওঁনাকেই জ্ঞানের সাগর বলা হয়। ঈশ্বর এবং ওঁনার রচনার জ্ঞান আর কারো নেই। ঋষি মুনি ইত্যাদি সবাই অন্তহীন, অন্তহীন বলে এসেছে । রচয়িতা এবং রচনা হল অন্তহীন, আমরা এই বিষয়ে জানিনা। বলা হয় ফাদার শোজ সান । পিতা নিজের বাচ্চাদের দেবেন। বাচ্চারা পিতার পরিচয় অন্যদের দেবে। মানুষ নিজের পিতাকে না জেনে বলে দেয় সর্বব্যাপী। এখন বাচ্চারা বাবার কথা তোমাদের মনে পড়েছে। এমন তো নয়, তোমাদের ভিতরে বাবা প্রবেশ করেছেন। না, বাবার পরিচয় প্রাপ্ত হয়েছে। এখন বাবা বলছেন আমায় স্মরণ করো। এমন বলেন না যে আমি হলাম সর্বব্যাপী। না, আমায় স্মরণ করো তাহলে যোগ অগ্নি দ্বারা তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। বাবা হলেন সর্ব শক্তিমান তাইনা। ওঁনাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হয়। জ্ঞানকে অগ্নি বলা হবেনা। যোগকে অগ্নি বলা হয় যার দ্বারা পাপ ভস্ম হয়। আর কারো স্মরণে পাপ ভস্ম হয়না।

এই খেলাটি সম্পূর্ণ ভারতের উপরে রচিত। ভারত হীরে তুল্য ছিল শেষে ভারত আবার কড়ি তুল্য হয়। ভারতে হীরে জহরতের মহল তৈরি হত। সোমনাথের মন্দিরে কত সম্পত্তি ছিল। ভারতের মতন সলভেন্ট হওয়া অন্য কোনো ধর্মের পক্ষে সম্ভব নয়। ভারতবাসী মহান সুখী ছিল। বাচ্চারা এখন তোমাদের মনে পড়েছে, ৫ হাজার বছরের কথা অথবা ক্রাইষ্টের তিন হাজার বছর পূর্বে তোমরা

ভারতবাসীরা কত সম্পত্তিবান ছিলে। এখন একেবারে ইনসলভেন্ট হয়েছ। গভর্নমেন্ট প্রজার কাছে ঋণ নিতে থাকে । এইসব বেহদের বাবা বসে বোঝান।

তোমরা শ্রী শ্রী শিববাবা মতামত অনুযায়ী চললে স্বর্গের শ্রেষ্ঠ দেবী দেবতায় পরিণত হবে। এখানে তোমরা এসেছ মানুষ থেকে দেবতা হতে। এক ওঙ্কার, সৎ নাম, কর্তা পুরুষ .... এই মহিমা এক মাত্র ওঁনার-ই। ওঁনাকে কাল কখনও গ্রাস করেনা। তিনি-ই মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত করেন। নোংরা ময়লা কাপড় ধুয়ে দেন। আত্মাদের অর্থাৎ তোমাদের যোগ ও জ্ঞানের দ্বারা সাদা ফর্সা করেন। তোমরা লক্ষ্য প্রাপ্ত কর যে শিববাবাকে স্মরণ করো , যার ফলে তোমরা খুব ফর্সা হয়ে যাও। আত্মা ও শরীর দুই-ই সুন্দর হয়ে যায়। কলিযুগে তোমাদের শ্যাম বর্ণ হয়। সুন্দর থেকে শ্যাম আবার শ্যাম থেকে সুন্দর হও।

তোমরা জানো ইনি কোনো গুরু বা গোঁসাই নন। ইনি হলেন পরমধাম নিবাসী পরম প্রিয় বাবা। বলেন যখন ধর্মের গ্লানি হয়, ভারতবাসী ধর্ম ভ্রষ্ট, কর্ম ভ্রষ্ট হয় তখন আমি আসি। এইসবই হল ড্রামার খেলা। সলভেন্ট ও ইনসলভেন্ট হয়। বাবাকে বলা হয় - নলেজফুল জ্ঞানের সাগর। যখন ভক্তি পূর্ণ হয় তখনই তো জ্ঞান সাগর আসবেন। জ্ঞান অঞ্জন সদগুরু দিয়েছেন ফলে অজ্ঞান অন্ধকার বিনাশ হয়েছে। এইসময় সবাই কুম্ভকর্ণের অজ্ঞান নিদ্রায় নিদ্রিত। তারা বলে - ও গডফাদার, কিন্তু ফাদারকে জানেনা। বাবা এসে বুঝিয়েছেন - এবারে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। আত্মা- ই পতিত হয় তারপরে পবিত্র হয়। সত্যযুগে পবিত্র ছিলে তারপর ৮৪ জন্ম নিয়ে পতিতে পরিণত হয়েছ এইসব আগে জানা ছিলনা, এখন জেনেছেন এই হল এনার বহু জন্মের শেষ জন্ম । এনার সব বিষয়ের অনুভব আছে । অবশ্য অনুভবী দেহ-ই তো চাই তাইনা। গুরু ইত্যাদি অনেক করেছেন। কৃষ্ণকে থোড়াই গুরু গোঁসাই করতে হয়। এ হল ভুল ভুলাইয়ার খেলা। নিজেরা কল্পনা বসে তৈরি করেছেন। তোমরা হলে উচ্চ ব্রাহ্মণ কুল ভূষণ । তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সন্তান। এখানে তোমরা যজ্ঞের প্রকৃত সেবা কর। বাস্তবে তোমরা হলে রুহানী সোশ্যাল ওয়ার্কার, তারা হল দৈহিক।

আত্মাদেরই বাবা পড়ান। আত্মা পড়ে তাইনা ! আত্মা শোনে। আত্মা বলে আমি ব্যারিস্টার হয়েছি .... এখন আত্মা বলে আমি সেই নর থেকে নারায়ণে পরিণত হচ্ছি। বাবা পরিণত করছেন। তিনি হলেন বেহদের বাবা, সকলের বাবা। তিনি আমাদের রাজ যোগ শেখান। তিনি হলেন নিরাকার। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করকে ভগবান বলা হবেনা। তাঁরা হলেন দেবতা। ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ বলা হয় তাইনা। এই সাকার যখন সূক্ষ্ম বতনবাসী অব্যক্ত হয়ে যান তখন তাঁকে দেবতা বলা হবে। অর্থাৎ এইসবই হল বুঝবার কথা, বোঝানোর কথা। দিন প্রতিদিন গুহ্য থেকে অতি গুহ্য কথা বলেন তো সেসব শোনা উচিত। যদি বলবে শোনার সময় নেই, তাহলে নতুন নতুন জ্ঞান বাণ বুদ্ধি রূপী তূনীরে ভরবে কিভাবে। যারা ভালোভাবে পড়াশোনা করে পাবে, তারা-ই উঁচু পদ প্রাপ্ত করবে। এ তো খুব সহজ। এতে ভয় পাবেনা। অনেকে বলে এইসব তো খুব কঠিন, অসম্ভব। আরে, তাহলে এঁরা লক্ষ্মী-নারায়ণ কিভাবে হয়েছে ! কারো জানা নেই। বাবা বলেন আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করি। ইনি (ব্রহ্মাবাবা) পুরো ৮৪-টি জন্ম নিয়েছেন। ইনি জানেন না, আমি বলি - তুমি কৃষ্ণ পুরীর মালিক ছিলে। যা এখন অতীত। সেসব এখন স্বপ্ন হয়েছে। যেমন নেহরু মারা গেছেন, সেও স্বপ্ন হয়ে গেছে, যা অ্যাক্ট করেছেন সেসব অতীত হয়েছে। তোমরা ব্রহ্মান্ড, মূল বতন, সূক্ষ্ম বতন, ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্করের বায়োগ্রাফি জেনেছ। শিববাবা, লক্ষ্মী- নারায়ণ ইত্যাদি সবার বায়োগ্রাফি জানো।

তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ নলেজ আছে। ব্রাহ্মণ বর্ণ হল সবথেকে উঁচুতে। শিখা হল ব্রাহ্মণদের চিহ্ন। ব্রাহ্মণদের উপরে হলেন শিববাবা। ব্রাহ্মণ, দেবতা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। তোমরা এই চক্র পরিক্রমা কর। আমরা সেই, সেই আমরা - তোমাদেরই বলা হয়। আমরা সেই শূদ্র ছিলাম, আবার আমরা ব্রাহ্মণে পরিণত হই, তারপরে আমরা-ই দেবতা হব। কতখানি সহজ কথা ! বাকি আমরা আত্মারাই পরমাত্মা বলা, বাবাকে সর্বব্যাপী বলা, সবই তো হল বাবার গ্লানি করা। এখন বাবা এসেছেন, বাবা বোঝাচ্ছেন এই রাবণ হল তোমাদের সবচেয়ে বেশি পুরোনো শত্রু। যে তোমাদের এমন পতিত কড়ি তুল্য করেছে। মায়াজিৎ- কে জগৎজিৎ বলা হয়। মায়া অনেক ঝড় সৃষ্টি করে, অনেক বিভ্রান্ত করে। তাতে ভয় পাবেনা। এমন নয়, বাবা দয়া করুন। বাবা বলবেন তোমরা পড়াশোনা করে নিজেই নিজেকে দয়া কর। এমন নয়, আমার দয়ায় তোমরা চিরঞ্জীব হবে। আয়ু বড় কেবল দেবতাদেরই হয়। তোমরা এখানে স্কুলে বসে আছো। তোমরা বলবে আমরা ঈশ্বরীয় কলেজে যাই। স্বর্গের রচয়িতা নিশ্চয়ই দেবী-দেবতায় পরিণত করবেন। ভগবানুবাচ - তোমাদের নিজের এবং সম্পূর্ণ সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বোঝাই। দুনিয়ার যে চক্রটি আছে, সেটাই বুঝতে হবে। এই স্বদর্শন চক্রটি ঘোরালে তোমরা চক্রবর্তী রাজা-রানী হবে। পবিত্র তো অবশ্যই হতে হবে। বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করতে হবে। তা না হলে কাল গ্রাস করবে, আর এত উঁচু পদ প্রাপ্ত হবেনা। কাম চিতায় বসে কালো হয়ে যাবে। জ্ঞান চিতায় বসে তোমরা ফর্সা হও। বাচ্চাদের ফর্সা করার কাজ একমাত্র বাবার, তার জন্যে সঙ্গমে আসতে হয়। এইটি হল সবচেয়ে উত্তম যুগ, যখন আত্মা ও পরমাত্মার মিলন মেলা আয়োজিত হয়। নিরাকার পিতা এই শরীরটি লোন নিয়েছেন কারণ ওঁনার নিজস্ব শরীর তো নেই। এই জ্ঞান চক্ষু একমাত্র জ্ঞানেশ্বর ছাড়া কেউ খুলতে পারেনা। যে পবিত্র আত্মা আসে তারা সবাই পতিত হয়ে যায়। সতো, রজো, তমো স্টেজ দিয়ে সবাইকে আসতে হবে। এইসময় সবাই হল পতিত আর সবাই এখানেই উপস্থিত। ফিরে কেউ যায়নি। এখন তোমরা বাচ্চারা বিশ্বের মালিক হচ্ছ। শিববাবা বলেন আমি তো নিষ্কামী, তোমাদের বিশ্বের মালিক করি। আমি ফলের ইচ্ছা করিনা। অর্থাৎ নিষ্কামী তাইনা !

বাবা বুঝিয়েছেন - এখানে নিজেকে আত্মা ভেবে অশরীরী হয়ে বসো। এখন আমরা ফিরে যাই তারপরে স্বর্গে রাজত্ব করতে আসব। এই শরীর ত্যাগ করে অশরীরী হয়ে ফিরে যেতে হবে। শরীর পুরানো হয়েছে। এখন আমরা আবার ঘরে ফিরছি। কল্প-কল্প আমরা রাজত্ব প্রাপ্ত করি এবং হারাই। বাবা তো সুখ-দুঃখ দেন না। তিনি হলে সর্বদা সুখ-দাতা। বাবা বুঝিয়েছেন এই বিনাশ জ্বালা এই রুদ্র জ্ঞানের দ্বারা প্রজ্বলিত হয়েছে। বাচ্চারা সাক্ষাৎকারও করেছে। যে জিনিষের সাক্ষাৎকার করেছে সেসব এই চোখ দিয়ে দেখবে। যে দিব্য দৃষ্টি দিয়ে দেখেছ প্রাক্টিক্যালে তোমরা গিয়ে স্বর্গে বিরাজিত হবে। এখন তোমরা কৃষ্ণপুরীতে যাওয়ার পুরুষার্থ করছ। ভগবান আসেন ভক্তের কল্যাণ করতে, গতি সদগতি করতে। সুতরাং তোমরা ভগবানের কাছে স্বর্গের বর্সা প্রাপ্ত করছ। দুটি কথা আছে - জ্ঞান ও ভক্তি । আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) পড়াশোনা করে নিজেকে নিজেই দয়া করতে হবে। বাবার কাছে দয়া চাইবেনা। শ্রী শ্রী -এর শ্রীমৎ অনুসারে চলতে থাকতে হবে।

২) স্ব দর্শন চক্রধারী হয়ে মায়াজিত ও জগৎজিত হতে হবে। মায়াকে ভয় পাবেনা। অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে।

বরদান :- তীর্থ স্থানের স্মৃতি দ্বারা সর্ব পাপ থেকে মুক্ত হতে পারা পুণ্য আত্মা ভব

ব্যাখা: মধুবন হল মহান তীর্থ। ভক্তি মার্গে বিশ্বাস করা হয় যে তীর্থ স্থানে গেলে পাপ বিনষ্ট হয়ে যায় কিন্তু এর প্রাক্টিক্যাল অনুভব তোমরা বাচ্চারা এইসময়ে কর যে এই মহান তীর্থে এসে পুণ্য আত্মায় পরিণত হও। এই তীর্থ স্থানের স্মৃতি অনেক সমস্যা থেকে পার করে দেয়। এই স্মৃতি-ই একটি তাবিজের কাজ করে। যে কোনো কথাই হোক এখানকার আবহাওয়া স্মরণ করলেই সুখ-শান্তির দোলনায় দুলতে লাগবে। অর্থাৎ এই ধরায় আসাও অনেক ভাগ্যের ব্যাপার।

স্লোগান - রমতা (রমনীয়) যোগী হতে হলে নলেজ ও অনুভবের ডবল অথরিটি হও।